COL 012

তারিখ 28 JUN 1985
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বাংলাদেশে দূরশিক্ষণের ঐতিহাসিক পটভূমি

---ডঃ কে,এম সিরাজুল ইসলাম

দূরশিক্ষণ পদ্ধতি কি ?

অনেক পাঠকেরই হয়ত দূরশিক্ষণ পদ্ধতি সম্বন্ধে তেমন সুস্পষ্ট ধারণা নাও থাকতে পারে। কাজেই বাংলাদেশে দূরশিক্ষণ পদ্ধতির ঐতিহাসিক পটভূমি নিয়ে আলোচনার শুরুতেই একটু সংক্ষেপে তুলে ধরা যাক দূরশিক্ষণ পদ্ধতি বলতে কি বুঝায় ? দূরশিক্ষণ পদ্ধতি এমন একটি শিক্ষাসূচী যাতে শিক্ষার্থী নিজ কাজে নিয়োজিত থেকে কাজের ফাঁকে অবসর সময়ে পড়াশুনা করে। অধিকাংশ সময়ই ছাত্র-শিক্ষক সামনা সামনি পাঠদানের তেমন একটা সুযোগ থাকে না। বিশেষভাবে তৈরীকৃত ছাপান কোর্স সামগ্রীই হল শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণের প্রধান বাহক। ছাপান পাঠকে সাহায্যদানের জন্য ক্যাসেট, টেলিভিশন, রেডিও ইত্যাদি গণ-মাধ্যম ব্যবহার করা হয়। আর সামনা-সামনি পাঠের অভাব পূরণের জন্য টিউটোরিয়াল সার্ভিস এবং সামার স্কুলের ব্যবস্থা নেয়া হয়। কোন কোর্স চালু করার জন্য সার্বক্ষণিক শিক্ষক নিয়োগ কিংবা নতুন শ্রেণী কক্ষ তৈরীর প্রয়োজন বড় একটা হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সনাতন পদ্ধতিতে পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুবিধাদি বন্ধের ভেতরে এতদুদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। ফলে এ পদ্ধতিতে প্রয়োজনে যে কোন নতুন কোর্স চালু করা এবং প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে, যে কোন পুরাতন কোর্স বন্ধ করাতে আদৌ অসুবিধা নেই, উপরন্তু এই পদ্ধতিতে পরিচালিত ইনস্টিটিউট বা মুক্ত-বিশ্ববিদ্যালয় প্রাংগণে কোন প্রকার শ্রেণীকক্ষ বা ছাত্রাবাসের প্রয়োজন হয় না। ফলে দলগত কারণে উদ্ভূত শিক্ষাঙ্গনে সৃষ্ট জটিল পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে শিক্ষার পরিবেশ ব্যাহত হবার তেমন সম্ভাবনা থাকে না।

বাংলাদেশে দূরশিক্ষণে শিক্ষাদানের চেষ্টা একদিনে গড়ে ওঠেনি। এর পেছনেও রয়েছে প্রায় দুই দশকের প্রস্তুতি।

অডিওভিস্যুয়াল শিক্ষা কেন্দ্র :

১৯৫৬ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় জাপানীজ সরকারের কাছ থেকে অনুদান হিসাবে কার ব্যাটারী চালিত কিছু রেডিও সেট পায় এবং তন্মধ্যে ২০০ রেডিও এবং ৪০০ কার ব্যাটারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিতরণের জন্য শিক্ষা পরিদপ্তরকে দেয়া হয়। অতঃপর শিক্ষা পরিদপ্তরের আওতায় একজন অডিও-ভিস্যুয়াল অফিসার ও একজন টেকনিশিয়ান নিয়ে একটি কোষ গঠিত হয়। এর দায়িত্ব ছিল রেডিওগুলো বিতরণ এবং মেরামত করাসহ শিক্ষা বিভাগীয় বিভিন্ন অগ্রগতি চার্টের মাধ্যমে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করা। এরপর ১৯৬২ সালে একটি ৮ মিমি ফিল্ম এবং সিল্কস্ক্রীন ডুপ্লিকেটরে তৈরীকৃত শিক্ষামূলক দেয়ালপত্র শিক্ষা পরিদপ্তরের আওতায় একটি অডিওভিস্যুয়াল এডুকেশন সেণ্টার স্থাপনের পথ সুগম করে। এই কেন্দ্রের দায়িত্ব ছিল স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত রেডিও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিতরণ করা, শিক্ষামূলক দেয়ালপত্র তৈরী এবং বিতরণ, ১৬ মিমি শিক্ষামূলক ফিল্ম এবং ৩৫ মিমি ফিল্মষ্ট্রিপ লাইব্রেরী গড়াসহ বিদ্যালয়ের সীমিতসংখ্যক শিক্ষকদের সহজ-সস্তা শিক্ষা উপকরণ তৈরী এবং ব্যবহারের জন্য প্রশিক্ষণ দান করা। তৎকালে আমেরিকান তথ্য প্রচার সংস্থা ইউ, এস, আই, এস, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১৬ মিমি সিনেমা প্রজেক্টর এবং কেরোসীনে চালিত ফিল্মষ্ট্রিপ প্রজেক্টর ধার দিত এবং ঐগুলোর সাহায্যে এই কেন্দ্র থেকে ধার করা ফিল্ম ও ফিল্মষ্ট্রিপ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্যবহার করা হত। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ইউ, এস, আই, এস, কর্তৃক প্রজেক্টর ধার দেয়া বন্ধ হওয়ায় এই কেন্দ্র কর্তৃক ফিল্ম এবং ফিল্মষ্ট্রিপ ধার দেয়া বেশ কিছুটা সীমিত হয়। তবে এই কেন্দ্র কর্তৃক মাঝে মাঝে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কিছু কিছু শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র প্রদর্শন চালিয়ে যাওয়া হয়।

স্কুল ব্রডকাষ্টিং প্রোগ্রাম :

১৯৭৮ সালে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের জাপান সফর উপলক্ষে শিক্ষামূলক ব্রডকাষ্টিং-এর উদ্দেশ্যে রেডিও এবং ক্যাসেট রেকর্ডার সংযুক্ত ১১০০ জটিল অডিও কনট্রোল কনসোল সেট এবং ১০টি অডিওভিস্যুয়াল মোবাইল ইউনিট (যার ৩টি বাংলাদেশ টেলিভিশনকে দেয়া হয়েছে) শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে দেয়া হয়। এগুলোকে ভিত্তি করে ১৯৮০ সালের নভেম্বর মাসে শিক্ষা পরিদপ্তরের আওতায় স্কুল ব্রডকাষ্টিং প্রকল্পটির কাজ শুরু হয়। এতদুদ্দেশ্যে ১৯৮০ সালের নভেম্বর মাসে অনুমোদিত প্রকল্পের প্রেক্ষিতে ১৯৮১ সালের ১লা জানুয়ারী মহামান্য রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশ বেতার ভবন প্রাংগণে শিক্ষামূলক বেতার অনুষ্ঠান "শিক্ষার্থীদের আসরের" আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। শিক্ষা পরিদপ্তরাধীন এই স্কুল ব্রডকাষ্টিং প্রকল্পের মুখ্য দায়িত্ব হয়ে পড়ে এক হাজারের অধিক জটিল অডিও কনসোল সেটের বিতরণ, সংস্থাপন ও মেরামতের কাজসহ রেডিও বাংলাদেশের সহযোগিতায় নিয়মিত প্রতিদিন ৪০ মিনিট শিক্ষামূলক বেতার অনুষ্ঠান "শিক্ষার্থীদের আসরের" ব্যবস্থাপনা। এই প্রকল্পের অডিও ভিস্যুয়াল মোবাইল ইউনিটগুলিতে সিনেমা এবং ভিসিআর সংযুক্ত ছিল যার ফলে এগুলি মফস্বলে শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র এবং ভিসিআর দেখাবার জন্য খুবই উপযোগী কিন্তু অত্র প্রকল্পে ভিডিও ক্যাসেট তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় ক্যামেরা ও অন্যান্য সাজসরঞ্জামাদির ব্যবস্থা না থাকায় গাড়ীগুলির প্রাথমিক পর্যায়ে যথোপযুক্ত ব্যবহার করা কঠিন হয়ে পড়ে। অবশেষে ওয়ার্ল্ড ভিউ ইণ্টারন্যাশনাল ফাউণ্ডেশন বলে একটি আন্তর্জাতিক বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় তাদের যন্ত্রপাতি ধার নিয়ে স্কুল ব্রডকাষ্টিং প্রকল্প শতাধিক শিক্ষামূলক ভিডিও ক্যাসেট তৈরী করে এবং মোবাইল ইউনিটের সাহায্যে গ্রামে গঞ্জে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এগুলো দেখানোর কাজ চালিয়ে যায়। এই কর্মকাণ্ডের সাথে অডিওভিস্যুয়াল শিক্ষাকেন্দ্রের কাজকর্মের তেমন কোন সরাসরি সম্পর্ক নেই।

দূরশিক্ষণ পদ্ধতির জন্ম

স্কুল ব্রডকাষ্টিং প্রকল্পের জন্মলগ্নেই ৮০-এর দশকের শুরুতে তদানীন্তন শিক্ষা সচিব জনাব কাজী ফজলুর রহমান, সিংগাপুরে মিডিয়া ভিত্তিক একটি কর্মশিবিরে যোগদানের পরে দেশে ফিরে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের কাছে দূরশিক্ষণ ভিত্তিক একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব রাখেন। ইতিমধ্যে প্রাক্তন ডি,পি,আই খান বাহাদুর আবদুল হাকিম স্থানীয় পত্র-পত্রিকায় দূরশিক্ষণ এবং মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে কিছু প্রবন্ধ লেখেন। আণবিক শক্তি কমিশনের বিজ্ঞানী ডঃ শরফের আলী বিজ্ঞান সম্মেলনে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত বিষয়াদি উপস্থাপন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা গবেষণা ইনষ্টি-